NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন
এন্ড কালচারাল স্টাডিজ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Centre for Language, Translation
and Cultural Studies
Netaji Subhas Open University

Established By Act (W.B. Act (XIX) of 1997 and Recognised by U.G.C.)
Accredited by NAAC with Grade 'A' (1st cycle)

বেঙ্গল পার্টিশন রিপোসিটরি

BENGAL PARTITION REPOSITORY

২০২২

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম একটি বৃহৎ রাজ্য-সরকারী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউ.জি.সি - ডি.ই.বি) আওতাভুক্ত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সরকারী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষার্থী এখানে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষাক্রমের কোর্সে নিবন্ধীকৃত রয়েছে। ২০২০ সালে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় NAAC দ্বারা 'A' ক্যাটাগরিতে মূল্যায়িত হয়েছে।

মানববিদ্যা অনুষদ
School of Humanities

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্কুল অব হিউম্যানেটিস বা মানববিদ্যা অনুষদ শিক্ষার্থী নিবন্ধীকরণের নিরিখে সর্ববৃহৎ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি, ইংলিশ-ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, 'জার্নালিজম এণ্ড মাস কমিউনিকেশন' ইত্যাদি বিভাগ এই স্কুলের আওতাভুক্ত। মানববিদ্যা অনুষদের পরিকল্পিত উদ্যোগে ২০১৬ সালের অগাস্ট মাসে গড়ে ওঠে "Centre for Language, Translation & Cultural Studies" বা "ভাষা, অনুবাদ ও সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র"। মানববিদ্যার বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক বিষয়ে যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ এবং ভাষাশিক্ষা ও অনুবাদের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে এই উৎকর্ষ কেন্দ্র। জাতীয় ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষাশিক্ষার কোর্স পরিচালনা, ভাষার প্রায়োগিক ক্ষেত্রের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য তা উপস্থাপন করা এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য।

গবেষণা প্রকল্প প্রসঙ্গে

"সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন্ এন্ড কালচারাল স্টাডিজ" বর্তমানে "বেঙ্গল পার্টিশন রিপোসিটরি" নামক একটি জন-গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে। ২০১৪ সালে (৮-১০ ফেব্রুয়ারি) আয়োজিত পার্টিশন বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের সফল উদযাপনের পর প্রায় তিন বছর ধরে বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে এই গবেষণা প্রকল্পের ভাবনাসূত্র উঠে আসে। প্রথম গবেষণা প্রকল্পটি (২০১৫-১৬) ছিল ইউ.জি.সি.-র দূরশিক্ষা পর্ষৎ-এর অনুমোদিত একটি বিদ্যায়তনিক গবেষণা প্রকল্প। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০১৭-১৮) গবেষণা প্রকল্পটি যৌথভাবে পরিচালিত হয় বাংলাদেশের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ ডিসিপ্লিনের সঙ্গে। এই পর্যায়ে বিদ্যায়তনিক গবেষণা প্রকল্পটিকে অন্যান্য শিক্ষার্থী, গবেষক, অধ্যাপক, শিক্ষকদের মধ্যে বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। তৃতীয় পর্যায় থেকে এই প্রকল্প সেই প্রচেষ্টাকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (NSOU) এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (BOU) তৃতীয় পর্যায়ে 'বেঙ্গল পার্টিশন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে একটি যৌথ জন-গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার পরিকল্পনা করে— যা ছিল 'বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি' প্রকল্পের বিবর্ধিত এক পরিকল্পনা বিশেষ। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০১৯-সালের ৩০-জুন। গবেষণা প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে (২০২১-২২) প্রকল্পটি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। চতুর্থ পর্যায়ে মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক স্মৃতি সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ শুরু করেছে।

প্রকল্পটি কী চায়?

ভারতীয় উপমহাদেশে পার্টিশন/দেশভাগ এবং বাঙালি জাতিসত্তার সমষ্টি-চৈতন্যে মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ দুটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষণবিন্দু এবং এই ছিন্নতার বিহ্বলতা আমাদের আজও বিপর্যস্ত করে চলে। ফলত বিষয়টির বহুমাত্রিক পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা ইতিমধ্যে হলেও প্রান্তিক ও জনসাধারণের 'পার্সেপশন্' প্রমাণ করে সেই গবেষণার ক্ষেত্র নিরন্তর নতুন নতুন তাৎপর্য নিয়ে সামনে আসছে। শিকড়হীন মানুষের বয়ানে এত বেশি বৈচিত্র্য যে তা শুধুমাত্র সাহিত্য, সিনেমা বা অন্য শিল্প মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়েছে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। এ বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষের বয়ান বা ন্যারেটিভ সে কথা বলে না। ভিন্নতা প্রচুর— অনিবার্য সেই বহুমাত্রিক ভিন্নতার কারণেই বেঙ্গল পার্টিশন-এর যে স্মৃতি ও স্মৃতি-ভ্রংশ আজও সমকালীন এবং সমাজ-সাহিত্য নিরীক্ষার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ। পার্টিশন-এর ফলে আতঙ্কিত উদ্বাসিত/সুবিধাভোগী/ক্ষয়প্রাপ্ত/ মানুষদের কোনো বিশেষ/সাধারণ ধারায় শ্রেণিকরণ করা দুরূহ কাজ, তার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কোনো একটা সামাজিক ও ভৌগোলিক মাত্রায় এই বিপুল উদ্বাসনকে দেখলে তা খণ্ডিত মনে হতে বাধ্য। সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের বিভিন্ন মার্কিনী ও ইউরোপীয় প্রকল্পে তাই আত্মকথনের সীমাবদ্ধতা আজ সামনে এসে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রস্বর যেমন বাংলার পার্টিশনের ছড়ানো দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে আলো ফেলেছে তেমনই সমকালের বাস্তব পার্টিশনের ঐতিহাসিক বাস্তবকে ভিন্নতর ফিকশনালিটির হদিশ দিয়েছে। ছড়িয়ে থাকা মানুষের লেখালিখি, স্মৃতি, জীবনের বিবিধ সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে বাঙালির সত্তাগত খোঁজ— বাংলার পার্টিশন আখ্যানের আধুনিক পরিসরের বিবিধ ইশারা।

গবেষণা প্রকল্পটির বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম প্রকল্প

Bengal Partition Repository: An Open University Initiative

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫-১৬ সালে দেশভাগের স্মৃতি সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের কাছ থেকে মৌখিক (Oral) উপাদান সংগ্রহ করেছে। তখন গবেষক সংখ্যা কম ছিল। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল মূলত অডিও মাধ্যমে। এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ছিল ডিস্ট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল। প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ছিলেন ড. মননকুমার মণ্ডল।

দ্বিতীয় প্রকল্প

“Mapping Partition Memory, Amnesia & Literature in Middle & Southern Bengal: An Indo-Bangladesh Perspective”

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়,
সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ, কলকাতা)

ও

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ ডিসিপ্লিন, বাংলাদেশ

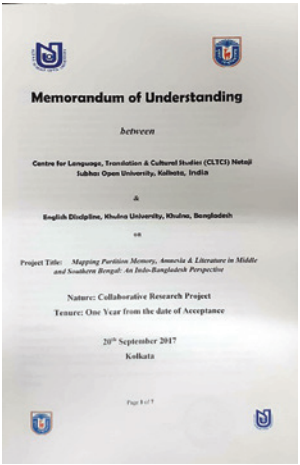

Memorandum of Understanding

between

Centre for Language, Translation & Cultural Studies (CLTCS) Netaji Subhas Open University, Kolkata, India

&

English Discipline, Khulna University, Khulna, Bangladesh

on

Project Title: *Mapping Partition Memory, Amnesia & Literature in Middle and Southern Bengal: An Indo-Bangladesh Perspective*

Nature: Collaborative Research Project

Tenure: One Year from the date of Acceptance

20th September 2017

Kolkata

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা অনুষদের অন্তর্গত ‘সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ’ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ইংরেজি

ডিসিপ্লিন, যৌথভাবে একটি (MOU) মৌ (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষর করে ২০১৭-সালের ২০-সেপ্টেম্বর। যৌথ গবেষণা প্রকল্পটি নিয়ে এই মৌ-স্বাক্ষর করেন কলা অনুষদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা সাবিহা হক এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব হিউম্যানিটিস এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। ২১-নভেম্বর, ২০১৭ গবেষকদের নিয়ে প্রথম সভা আয়োজিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলী জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের মৌখিক বয়ান সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। যৌথ গবেষণা পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সীমান্তের দুই পাশের সংলগ্ন জেলাগুলিতে কাজ করবে বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল। এই পর্বের প্রকল্পে কলকাতা ও খুলনা শহরে দুটি আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে।

তৃতীয় প্রকল্প

বাংলার পার্টিশন সংগ্রহ প্রকল্প

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়,
সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড
কালচারাল স্টাডিজ, কলকাতা

ও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

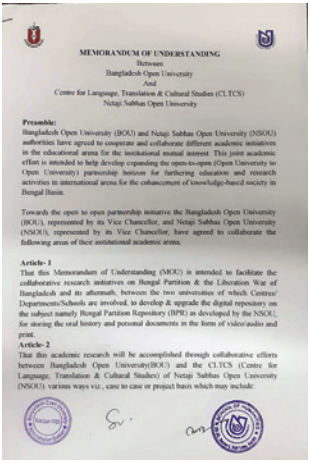
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between
Bangladesh Open University
And
Centre for Language, Translation & Cultural Studies (CLTCS)
Netaji Subhas Open University

Preamble:
Bangladesh Open University (BOU) and Netaji Subhas Open University (NSOU) authorities have agreed to cooperate and collaborate different academic initiatives in the educational arena for the institutional mutual interest. This joint academic effort is intended to help develop expanding the open-to-open (Open University to Open University) partnership horizon for furthering education and research activities in international arena for the enhancement of knowledge-based society in Bengal Basin.

Towards the open to open partnership initiative the Bangladesh Open University (BOU), represented by its Vice Chancellor, and Netaji Subhas Open University (NSOU), represented by its Vice Chancellor, have agreed to collaborate the following areas of their institutional academic arena.

Article- 1
That this Memorandum of Understanding (MOU) is intended to facilitate the collaborative research initiatives on Bengal Partition & the Liberation War of Bangladesh and its aftermath, between the two universities of which Centres/ Departments/Schools are involved, to develop & upgrade the digital repository on the subject namely Bengal Partition Repository (BPR) as developed by the NSOU, for storing the oral history and personal documents in the form of video/audio and print.

Article- 2
That this academic research will be accomplished through collaborative efforts between Bangladesh Open University(BOU) and the CLTCS (Centre for Language, Translation & Cultural Studies) of Netaji Subhas Open University (NSOU). various ways viz., case to case or project basis which may include:

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বেঙ্গল পার্টিশন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে যৌথ গবেষণা পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৯-সালের ৩০-জুন। একটি 'পার্টিশন রিপোজিটরি' তৈরির জন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল এই পর্যায়ে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ই নির্ধারিত এলাকায় জনগণের মৌখিক আখ্যান সংগ্রহ করতে এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ফিল্ডওয়ার্ক আয়োজনের জন্য একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল এই পর্যায়ে। এর ফলশ্রুতিতে কলকাতা ও ঢাকায় চারটি প্রকল্প-সভা আয়োজিত হয় এবং সেখানে ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষৎকার গ্রহণ বিষয়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোনো হয়।

প্রথম আলোচনাচক্র

বাংলাদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে, তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম পার্টিশন বিষয়ক আলোচনা সভাটির আয়োজন করা হয়েছিল বাংলাদেশের ঢাকাতে। ২-রা সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এ আয়োজিত এই আলোচনা সভার শিরোনাম ছিল Archiving Partition Memory & Narratives: An Indo-Bangladesh Perspective. আলোচনাসভায় সূচক ভাষণ প্রদান করেন প্রকল্প অধিকর্তা অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। সমগ্র আলোচনা সভাটির আয়োজনে ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ও নিবন্ধক ড. শামসুল আলম।

দ্বিতীয় আলোচনাচক্র

তৃতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ থেকে Bengal Partition: Memory, Narratives & Amnesia শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল অক্টোবর ২০১৯-সালে। এই সেমিনারে দেশভাগের আখ্যান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গবেষণা পদ্ধতি কী গ্রহণ করা উচিত এবং কীভাবে নমুনাগুলি শনাক্ত করা হবে সেই বিষয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছিল। ক্ষেত্রসমীক্ষার কার্যপ্রণালী, পদ্ধতি এবং সাক্ষাৎকার পরিচালনা

করার জন্য প্রশ্নাবলী সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। আলোচনাচক্রে সূচক ভাষণ রাখেন ড. মো.শফিকুল আলম, এ.কে.এম. ইফতেকার খালিদ এবং মোঃ মিজানুর রহমান। বঙ্গভঙ্গ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের সহযোগিতা এবং যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা কথা বলেছিলেন। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ থেকে সূচক ভাষণ প্রদান করেন অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের অন্যতম গবেষক ডঃ শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি শ্রীবাস্তব (সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ডক্টর খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন। অধ্যাপক উত্তমকুমার বিশ্বাস (সহকারী অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) সহ আরও পাঁচজন প্রকল্প-গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন।

সেমিনারটি বঙ্গভঙ্গ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর মানুষের কথিত আখ্যানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে। 'রাষ্ট্র' সম্পর্কিত এই ধরনের বর্ণনার সূক্ষ্মতা ও জটিলতা এবং ধর্ম-জাতি-র বিপরীতে লিঙ্গ ও বর্ণের মতো সমসাময়িক বিষয়গুলি কীভাবে কথিত আখ্যানে অবস্থান করছে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা হয়, আজকের প্রেক্ষাপটে এমন জন-আখ্যান সংগ্রহের বাস্তব সমস্যা বিষয়ে। পশ্চিম থেকে পূর্বে ১৯৪৭ সালের অভিবাসন এবং ট্রমা, যা পরবর্তীকালে যথাযথভাবে আলোচিত ও বিবেচিত হয়নি। আজকের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমেই এই আলোচনাচক্রটি শেষ হয়।

তৃতীয় আলোচনাচক্র

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই আলোচনাচক্রটি আয়োজিত হয়েছিল ২৯-ফেব্রুয়ারি ও ১-মার্চ, ২০২০। আলোচনাচক্রের শিরোনাম ছিল "বাংলার পার্টিশন কথা: রিফ্যুজি-বর্ডার-নাগরিকত্ব স্মৃতি ও সাহিত্য"। বাংলা পার্টিশন বিষয়ক আখ্যানের বহুমাত্রিক পরতে লুকিয়ে থাকা বাস্তবতা, খণ্ডিত জীবনের আর্তি কিংবা পুনর্গঠিত জীবনের প্রতি অপ্রমেয় ভালোবাসা কী বাংলা সাহিত্যের কোনো নতুন প্রবণতাকে চিহ্নিত করে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার উদ্দেশ্য থেকেই এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতীয় পার্টিশন আখ্যানের চেনা ছকের বাইরে বাংলা পার্টিশন আখ্যান কোন নতুন ইশারা নিয়ে আসে এসবই ছিল এই আলোচনাচক্রের মূল বিষয়।

যে বিষয়গুলির ওপর আলোচনা আহ্বান করা হয়েছিল সেগুলি হল— সীমান্ত/ বর্ডার, 'রিফ্যুজি-র ঘর, নাগরিকত্ব, বাংলা কবিতায় প্রতিক্রিয়া, নদিয়া জেলার লেখালিখি, মুর্শিদাবাদ জেলার লেখালিখি, মালদা-দিনাজপুর জেলার লেখালিখি, জলপাইগুড়ি-কোচবিহার জেলার

লেখালিখি ইত্যাদি প্রসঙ্গে। এরই পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার উদ্বাসিত মানুষের লেখালিখি ও প্রকাশনা নিয়েও এই আলোচনাচক্রে গবেষণাপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। সেমিনারের পাশাপাশি ছিল গোলটেবিল অধিবেশন। বেঙ্গল পার্টিশন রিপোসিটরির সঙ্গে সংযুক্ত প্রবীণ মানুষদের সঙ্গে আগ্রহী প্রতিনিধিদের মত-বিনিময় সভা আয়োজিত হয়। অংশগ্রহণ করেছিল বাগেরহাট সমিতি, নোয়াখালী সমিতি, অনিল সিংহ শতবর্ষ স্মারক সমিতি, ইউ.সি. আর.সি., হিলি নাগরিকবৃন্দ প্রমুখ সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আলোচনাচক্রের অন্যতম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল লেখক ও সম্পাদকের মুখোমুখি বিভাগ। দেশভাগ বিষয়ক লেখকদের গ্রন্থ-পাঠের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি বিগত বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাজুড়ে যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ করেছেন তার উপস্থাপন করেন প্রকল্পের গবেষকরা। প্রকাশিত হয় বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত প্রায় তিনশত সাক্ষাৎকারের ক্যাটালগ। এই আন্তর্জাতিক সেমিনারে সূচক ভাষণ প্রদান করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেবেশ রায়। এই উপলক্ষে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য উদ্বোধন করেন 'বেঙ্গল পার্টিশন রিপোসিটরি' নামাঙ্কিত

ডিজিট্যাল সংগ্রহশালা। এই আলোচনাচক্রে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ তিনটি গবেষণাপত্রকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল প্রকল্পের পক্ষ থেকে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এই সেমিনারে উপস্থাপিত ইংরেজি গবেষণাপত্রগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশিত হবে।

বাংলাদেশে প্রকল্প ক্ষেত্রসমীক্ষা

প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের অন্যতম একটি অংশ ছিল, দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষক ও অধ্যাপকরা তাদের কাজ ও অভিজ্ঞতা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই ২৬-শে অক্টোবর, ২০১৯ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপকদের সাত-জনের গবেষক ও সমীক্ষক দল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সফর করে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে এই সমগ্র ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এই সমগ্র সফরটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রথম দলটি ২৬শে অক্টোবর বাংলাদেশে পৌঁছয়— এই দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ড. মোঃ ইন্তাজ আলি (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ) সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন এবং অন্যটিতে সমন্বয়কারীর ভূমিকায় ছিলেন প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গবেষকদের যে দল সফর করেছিল তাদের সদস্যরা ছিলেন ড. মৌসুমী মজুমদার (সহকারী শিক্ষিকা, মণীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল) ড. শুভাশিস মণ্ডল (সহকারী শিক্ষক, কসবা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল), রাজকুমার পাল (সহকারী শিক্ষক, নীলগঞ্জ শিক্ষায়তন), ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস (সহকারী অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) ড. অনিন্দিতা দাশগুপ্ত (সহকারী অধ্যাপক, গুরুদাস কলেজ) ড. কস্তুরী মুখোপাধ্যায় (সহকারী অধ্যাপক, ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ) ড. মহম্মদ ইন্তাজ আলি (সহকারী অধ্যাপক, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়), ড. শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি শ্রীবাস্তব (সহযোগী অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)।

সমগ্র সফরের তিনটি ভাগ ছিল - একটি হল সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে চলে আসা পুরনো প্রজন্মের মানুষদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ। দ্বিতীয়টি হল আর্কাইভস এবং গ্রন্থাগার থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তৃতীয়টি ছিল ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পুরানো নথি খুঁজে বের করা। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক ফকরুল আলম, অধ্যাপক মনজরুল ইসলাম, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, বিশিষ্ট সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক প্রমুখদের।

গবেষকদলের এই সফরের ব্যবস্থাপনায় ছিল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই সফরের সময় একটি সেমিনারও আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমগ্র ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অধ্যাপক ড. মহম্মদ সফিকুল আলম, ইফতিকার খালেদ এবং মহম্মদ মিজানুর রহমান। বাংলাদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন এই গবেষকদের সফরটি নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

চতুর্থ প্রকল্প

“Bengal Partition in Oral Narrative: Mapping Micro Narratives in Five Select Districts of West Bengal” funded by Netaji Subhas Open University (2021-2022)

চতুর্থ পর্যায়ে, এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলাতে দেশভাগের প্রত্যক্ষ শরিক সত্তরোর্ধ মানুষদের বয়ান সংগ্রহ করা। এই পর্যায়ে ইতিমধ্যেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা ও দিনাজপুরে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে, চতুর্থ পর্যায়ের প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রথম দফায় তিনজন সমীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও, প্রকল্পের পক্ষ থেকে এই পর্যায়ে

প্রথমবারের জন্যে ইন্টার্নশিপ চালু করা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য বিভাগের গবেষক প্রতীম দাস এই প্রকল্পের প্রথম ইন্টার্ন হিসেবে কাজ শুরু করেছেন।

চতুর্থ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার সংগ্রহের ভৌগোলিক এলাকা

পশ্চিমবঙ্গঃ মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা

এই পর্যায়েও অডিও এবং ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হচ্ছে সত্তরোর্ধ মানুষদের। জোর দেওয়া হচ্ছে জেলাভিত্তিক উদ্বাসনের মধ্যে অকথিত গল্পের বয়ান সংগ্রহের। বিশেষত সাধারণ প্রান্তিক, কৃষিজীবী ও অন্যান্য পেশার মানুষজনের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগত ডায়েরি, অপ্রকাশিত লেখালিখি, পারিবারিক লেখালিখি, লিফলেট, পুস্তিকা, জেলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ চলছে। তৃতীয় পর্যায়ে নতুন করে যুক্ত হয়েছে বর্ডার বা ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বিষয়ক কিছু ডকুমেন্টেশনের কাজ। সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন জায়গার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক লেখালিখির কাজ করা হচ্ছে। সীমান্তের ঘেরাটোপে আটকে মানুষের জীবনকাহিনি, সীমান্ত-সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যা, ভাষার সমস্যা ইত্যাদি আলোচনার মধ্যে আসছে; থাকছে ফটোগ্রাফ সংগ্রহের কাজ। চতুর্থ পর্যায়ের প্রকল্প গবেষকরা হলেন প্রতীম দাস, ড শুভাশিস মণ্ডল, ড উত্তমকুমার বিশ্বাস, ড আত্রেয়ী সিদ্ধান্ত, অভিজিৎ পাল, জয়দেব লাহিড়ী, পার্থপ্রতিম তিওয়ারি, অনুদেব মজুমদার, রাজকুমার পাল, বিপ্লব সরকার, কৌশিক বিশ্বাস, প্রাণকৃষ্ণ মিশ্র, মেহবুব আলম।

- **উত্তর দিনাজপুর ক্ষেত্রসমীক্ষা:** সেপ্টেম্বর, ২০২১ প্রকল্পের পক্ষ থেকে উত্তর দিনাজপুরে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে অধ্যাপক

উত্তমকুমার বিশ্বাস ও গবেষক প্রতীম দাস এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ করেছেন। প্রায় ১০টি সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।

- **কোচবিহার ক্ষেত্রসমীক্ষা:** কোচবিহারে প্রকল্পের পক্ষ থেকে অক্টোবর, ২০২১ -এ ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ শুরু হয়। অংশগ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপিকা আত্রেয়ী সিদ্ধান্ত, শুভাশিস মণ্ডল এবং প্রতীম দাস। ১৪-টিরও বেশি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এই পর্যায়ে কোচবিহার থেকে। কোচবিহারে ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বিতীয়

পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এপ্রিল মাসে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে বিপ্লব সরকার এবং প্রতীম দাস ৮-টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন।

- **আলিপুরদুয়ার ক্ষেত্রসমীক্ষা:** আলিপুরদুয়ারে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০২১-এ। দেশভাগের স্মৃতি বিষয়ক সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ করেছেন প্রকল্পের গবেষক শুভাশিস মণ্ডল। এই জেলায় এই পর্বে ইতিমধ্যেই ছয়টি সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।
- **মালদা ক্ষেত্রসমীক্ষা:** মালদায় চতুর্থ পর্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা শুরু হয়েছে মার্চ-২০২২ থেকে। অধ্যাপক উত্তমকুমার বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় ১০-জন অশীতিপর মানুষের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।

পার্টিশন লেকচার সিরিজ

প্রকল্পটির দু'বছরের কাজের ওপর ভিত্তি করে বাংলার পার্টিশন বিষয়ক সংগৃহীত উপাদান একটি ডিজিট্যাল সংগ্রহশালা প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে দেয় আমাদের। সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজের পক্ষ থেকে বাংলার পার্টিশন-চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনালোচিত এবং অনালোকিত জায়গাগুলি নিয়ে পার্টিশন লেকচার সিরিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই পর্যায়ক্রমিকভাবে এই বক্তৃতাগুলি আয়োজিত হচ্ছে

এবং সেগুলির ভিডিও-ভার্সন ইউ-টিউবের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে। এগুলিও আমাদের বেঙ্গল পার্টিশন রিপোসিটরির সম্পদ। বক্তৃতাগুলির শিরোনাম ও আয়োজনের নির্ঘন্ট নীচে দেওয়া হ'ল। মার্চ ২০২০-সালের পর থেকে এই বক্তৃতা অনলাইন-এ আয়োজিত হচ্ছে। প্রকল্পের ফেসবুক পেজে ও সেন্টারের ইউটিউব লিঙ্কে এই বক্তৃতার রেকর্ডেড্ ভার্সন পাওয়া যায়।

- **প্রথম বক্তৃতা:** ২৩ জুন, ২০১৮; ড শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি শ্রীবাস্তব, Listioning to Unknown Voices from the Past: Women and their engagement with Partition

- **দ্বিতীয় বক্তৃতা:** ২৬ জুলাই, ২০১৮; ড শক্তিনাথ ঝা, "বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি ও মৈত্রী ভাবনা: প্রসঙ্গ পার্টিশন"
- **তৃতীয় বক্তৃতা:** ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮; অধ্যাপক পবিত্র সরকার, "দেশভাগ: পরিচিতি সত্তা ও বাঙালি সংস্কৃতির নানা সঙ্কট"

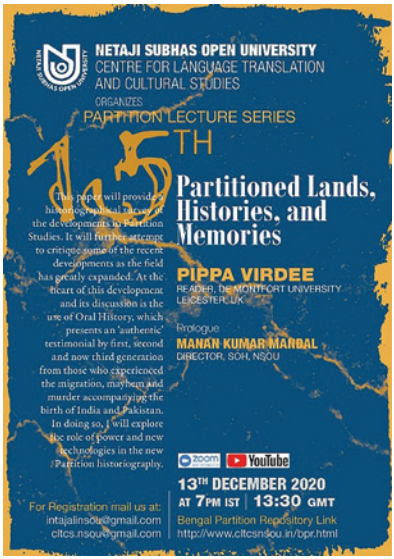

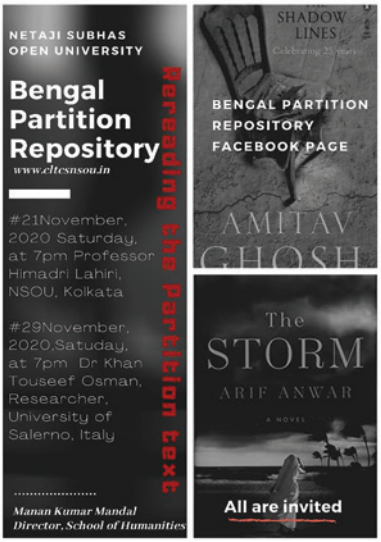

- **চতুর্থ বক্তৃতা:** ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯; অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আল মামুন, Partition, Memory, Trauma: Possibilities for Creating Space for the 'Other'
- **পঞ্চম বক্তৃতা:** ৩০ এপ্রিল, ২০১৯; অধ্যাপক খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, "Dilemmas of Diaspora: Bengal Partition, Refugees and Politics"

- **ষষ্ঠ বক্তৃতা:** ১৭ই অগস্ট, ২০১৯; অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, "অশ্রুরেখা: পার্টিশন ও ঋত্বিক চলচ্চিত্র "
- **সপ্তম বক্তৃতা:** ১৫ই ডিসেম্বর ,২০১৯; অধ্যাপক হিমাদ্রি লাহিড়ী "Displacement, Migration and the 'Homeland' Question in Partition Literature "
- **অষ্টম বক্তৃতা:** ৫ই জানুয়ারি, ২০২০; গৌতম রায়, পার্টিশন ও বাঙালি মুসলমান নারীসমাজ
- **নবম বক্তৃতা:** ১৭ই জানুয়ারি,২০২০; মনোরঞ্জন ব্যাপারী, খণ্ড দেশ, ছিন্ন জীবন
- **দশম বক্তৃতা:** ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০; অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, দেশভাগোত্তর বাস্তবে বাঙালি জাতিসত্তা: সাহিত্যে সংকটের খোঁজ
- **একাদশ বক্তৃতা:** ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০; অধ্যাপক ফকরুল আলম, The 1947 Partition from a Thrice-Partitioned National perspective"
- **দ্বাদশ বক্তৃতা:** ১লা মার্চ, ২০২০; অধ্যাপক নন্দিনী ভট্টাচার্য, "Cities of refuge; Republics of Char: stateless in Bengal"
- **ত্রয়োদশ বক্তৃতা:** ৮ই আগস্ট ,২০২০; অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার, "বিভক্ত দেশ অবিভাজ্য ভাষা: বাংলা ভাষার পরিসর"

- **চতুর্দশ বক্তৃতা:** ৩রা অক্টোবর; অধ্যাপক অনিন্দ্যশেখর পুরকায়স্থ " Remnants of Cane: Partition & the Archive Fever"
- **পঞ্চদশ বক্তৃতা:** ১৩ই ডিসেম্বর ,২০২০; পিপা ভার্দে " Partitioned lands, Histories and Memories "
- **ষোড়শ বক্তৃতা:** ২২শে জানুয়ারি ,২০২২; কিন্নর রায়, দেশভাগ-এক ছায়াতুর, এক মায়াতুর প্রলম্বিত অশ্রুরেখা।
- **সপ্তদশ বক্তৃতা:** ২৭শে ফেব্রুয়ারি,২০২২; সুখবিলাস বর্মা " দেশভাগ পরবর্তী প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবৃত্ত"
- **অষ্টাদশ বক্তৃতা:** ৪মে, ২০২২; কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর "দেশভাগঃ পরিবর্তমান মতুয়া সমাজ ও সংস্কৃতি"

প্রজেক্ট রিসার্চার গ্রুপ

এই গবেষণা প্রকল্পকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক সংগঠন অনুযায়ী সমাজের সর্বস্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সঙ্গে গবেষকদের যুক্ত করা তাঁদের কাজকে কপিরাইটগত ভাবে স্পষ্ট বোঝাপড়ায় সংবদ্ধ করা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও উপাদান সংগ্রহের যে সুবিধা আছে তাকে পূর্ণমাত্রায় ও যথাযথভাবে ব্যবহার করে এই প্রকল্প। এই প্রকল্পে যে মানুষদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তাদের খোঁজ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ করছেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ; কোনোভাবেই অন্য কোনো গবেষক তা করছেন না। গবেষণার প্রকরণগত দিক থেকেও এটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আমরা চাই হারানো গল্পের স্বর-প্রস্বর এবং বর্তমানের বেঁচে থাকায় জীবনের উপান্তে

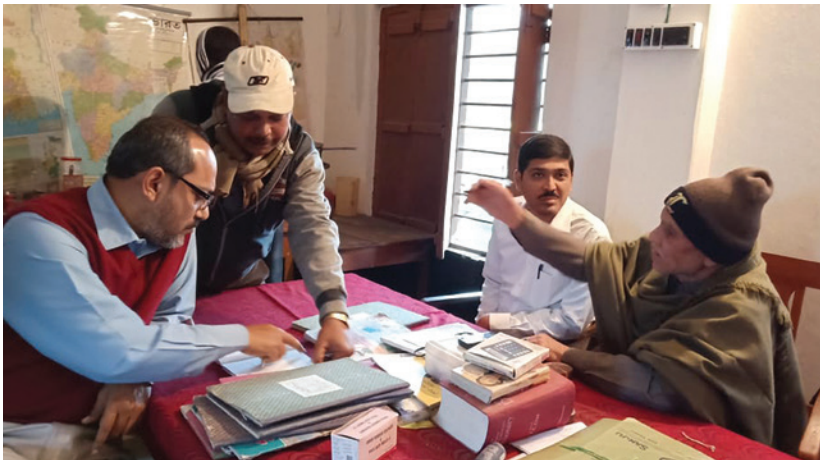

এসে সেই গল্প কেমনভাবে বলা হচ্ছে। ফলত, রিসার্চার নির্বাচন ও তাঁদের বিষয়টি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৭-১৮ সালে প্রায় ৫০-জন গবেষক ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন। জেলাভিত্তিক রিসার্চার গ্রুপ প্রস্তুত করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ চলছে। প্রকল্প পরিকল্পনায় সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটির সমন্বয়সাধান করে থাকেন প্রকল্প পরিচালক। সমীক্ষকদের সংগৃহীত উপাদান উপযুক্ত প্রত্যয়িত নোট-সহ ও স্পষ্ট নামোল্লেখ সহ রিপোসিটরিতে যুক্ত হচ্ছে। সাক্ষাৎকারগুলি গ্রহণের কাজে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সংগৃহীত উপাদানের ওপর রিভিউ মিটিং ও মতবিনিময় প্রকল্পকে আরও বিস্তৃত করতে সাহায্য করছে। সেপ্টেম্বর-২০১৭ থেকে

এপ্রিল-২০১৮ পর্যন্ত ১০-টি রিসার্চার সভা আয়োজিত হয়েছে। ২০১৯-পরবর্তীতে সংগঠিত হয়েছে আরও ১৫-টি রিভিউ মিটিং। এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে ২৭-জন শিক্ষক, গবেষক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা প্রকল্পের কাজে যুক্ত আছেন। উত্তরবঙ্গের নির্বাচিত জেলায় কাজ শুরু হয়েছে। শেষ ১৮-মাসে ৫-টি মূল নির্দেশিকা রিসার্চারদের দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে চলেছেন।

প্রকল্প সমীক্ষক

প্রকল্প গবেষক ছাড়াও, চতুর্থ পর্যায়ের প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা থেকে প্রকল্প-সমীক্ষক নিযুক্তির জন্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলা থেকে একজন করে সমীক্ষককে নির্বাচিত করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। সমীক্ষকদের নির্বাচনের পরেই তাঁদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রকল্পের পক্ষ থেকে। অডিও-ভিডিও সংগ্রহ, ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজের নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁদের জানানো হয়েছে। সমীক্ষকদের প্রশিক্ষণের এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উত্তমকুমার বিশ্বাস, প্রকল্প গবেষক

শুভাশিস মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষক দূর্বাদল দত্ত প্রমুখ। ইতিমধ্যেই, সমীক্ষকদল তাদের নিজ নিজ জেলায় ছিন্নমূল মানুষদের জীবনের আখ্যান সংগ্রহের কাজ করে চলেছেন। এছাড়াও, প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রজেক্ট রিসার্চারদের ক্ষেত্র-সমীক্ষার অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশেষ অনলাইন অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সমীক্ষার কাজও চলছে। এই প্রকল্পের অধীনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রী দ্যুতি তাসনুভা রিফাৎ এই কাজ করে চলেছেন। রয়েছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. চেঙ্গিজ খান।

প্রকল্প সমীক্ষকদের সভা

সেন্টার ফর ল্যাংগুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজের পক্ষ থেকে প্রকল্প সমীক্ষকদের নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু সভা আয়োজিত হয়েছে অনলাইন ও অফলাইন মাধ্যমে। ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজের নানান পদ্ধতিগত বিষয় এবং নিয়মাবলী সম্বন্ধে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এই সভাগুলি নিয়মিত বিরতিতে আয়োজন করা হয়ে থাকে। আয়োজিত হয়েছে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অডিও ও ভিডিও প্রশিক্ষণের কর্মশালা। প্রতিটি পর্যায়ে নতুন নতুন সমীক্ষকদের নিয়ে এই সভাগুলি পরিচালিত হচ্ছে।

প্রজেক্ট ইন্টার্নশিপ

প্রকল্পের পক্ষ থেকে চতুর্থ পর্যায়ের কাজের জন্যে ইন্টার্নশিপের জন্যেও আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। মূলত, ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সেইসঙ্গে রিপোসিটরির পুনর্বিন্যাসকে মাথায় রেখে নতুন গবেষকদের জন্যে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ৫০-জন আগ্রহী এই ইন্টার্নশিপের জন্যে আবেদন করেছিলেন, যাঁরা সরাসরি এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে একজন ইন্টার্নকে আপাতত নির্বাচন করা হয়েছে।

পাবলিকেশন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা অনুষদের পক্ষ থেকে বেঙ্গল পার্টিশন বিষয়ক যে প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেখানে রিপোসিটরি বা ডিজিট্যাল সংগ্রহশালার পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশে। সমগ্র প্রকল্পকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তিনটি খণ্ডে সমগ্র প্রকল্পের কাজ সাধারণ মানুষ ও আগ্রহী পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই সেই পরিকল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করেছে। প্রকল্প থেকে যে তিন-খণ্ডে গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তার প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, জানুয়ারি, ২০২১-এ। "বাংলার পার্টিশন কথা: উত্তর প্রজন্মের খোঁজ (প্রথম খণ্ড)" শীর্ষক বইটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রকল্পের পক্ষ থেকে। বইটির প্রকাশক নেতাজি

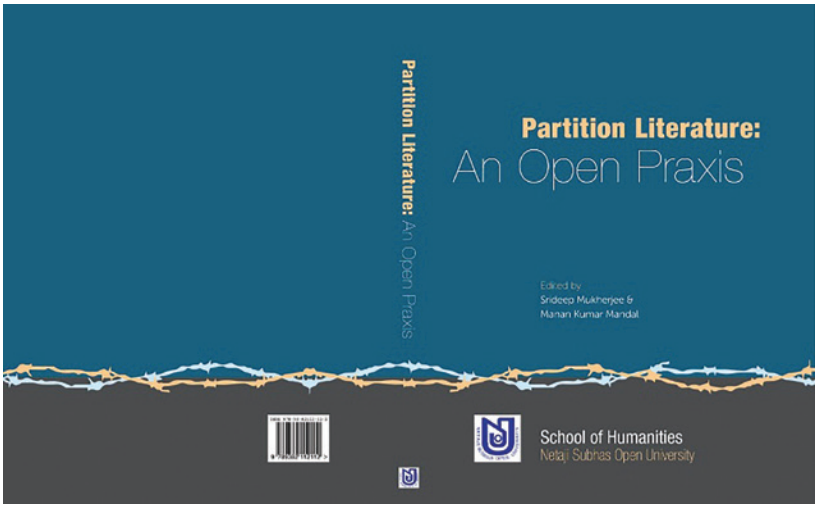

সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বইটির পরিবেশক, কলকাতার দে'জ পাবলিশিং। ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০০-র বেশি কপি নিঃশেষিত। পুনর্মুদ্রণের কাজ চলছে। প্রথম খণ্ডে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসমস্ত মানুষের জীবনের আখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছিল, তারমধ্যে নির্বাচিত বেশ কিছু সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাঁদের জীবনভাষ্য স্থান পেয়েছে। সুন্দরবন, উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় পার্টিশন কীভাবে সাধারণ মানুষের মননে এক অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, সেই বাস্তব গল্প-কথা সংকলিত হয়েছে এই খণ্ডে। রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশভাগ বিষয়ক প্রবন্ধ। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা, উত্তমকুমার বিশ্বাস প্রমুখদের কলমে পার্টিশনের বিভিন্ন অনালোচিত দিকগুলি উঠে এসেছে এই সংকলনে। সংকলনটির সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। বইটির

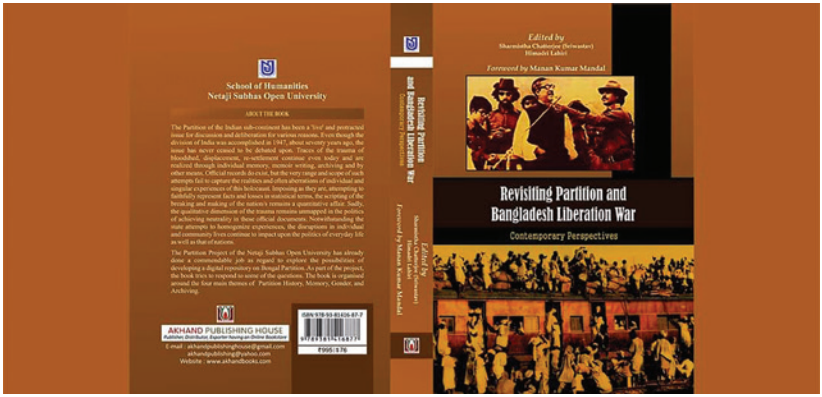

এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনও আছে

দেশভাগের স্মৃতি এবং তার মধ্যে কী ভাবে সমান ভাবে থেকে যায় হিংসা ও সম্প্রীতি, তারই খোঁজে একগুচ্ছ নিবন্ধ, যার সামনে থমকে যেতে হয়। পড়লেন **বিজলীরাজ পাত্র**

সম্পাদক স্মৃতির ইতিহাস খুঁজতে নাগরিক উদ্বাস্তুর দরজায় কড়া নাড়েননি। যে তিরিশ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থে, তারা প্রত্যেকেই বাগনা, গোয়ালজান বা জালালপুরের মতো প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ।

জানলায় রোদ আনে বালম ধানের গন্ধ

দেশভাগের পর এ পারে চলে আসা অসংখ্য মানুষের স্মৃতিকথা তৈরির অভিনব কাজ চলছে নেতাজি সুভাষ বিশ্ববিদ্যালয়ে। লিখলেন **কুশল সিংহরায়**

নজরে

বাংলার পার্টিশন-কথা: উত্তর প্রজন্মের খোঁজ
সম্পা: মননকুমার মণ্ডল
৫৫০.০০
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

দেশভাগ ঘিরে

দেশভাগের স্মৃতিকথা, নদিয়া সীমান্তে গবেষণা

অমিতাভ বিশ্বাস

১৯৪৭-এর দেশভাগের স্মৃতিকথা উদ্ধারে ভারত-বাংলাদেশের উদ্যোগে নদিয়ার সীমান্তে শুরু হয়েছে গবেষণা। ...

রাজ্য

ডিজিট্যাল আর্কাইভ হচ্ছে দেশ ভাগ নিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা

দেশ ভাগের বিবরণ নথিবদ্ধ করে মেলে ধরায় বাংলার থেকে এখনও ঢের এগিয়ে পঞ্জাব। এই খামতি দূর করতে বাংলার বিভাজন ও মুক্তিযুদ্ধের উপরে একটি যৌথ গবেষণা প্রকল্পে হাত দিয়েছে এ দেশের নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবেই শনিবার সল্টলেকের আলোচনা সভায় উঠে এল বর্ষীয়ান কৃতী বাঙালি আবুল মনসুর আহমদের কথা। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা, অনুবাদ ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র এবং ঢাকার আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও দুই বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট জনেরা।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব হিউম্যানিটিজ়ের অধিকর্তা মননকুমার মণ্ডলের কথায়, "গোটা রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশ ভাগের নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ হচ্ছে। সেই সঙ্গে দুই বাংলার বর্ষীয়ান মানুষদের নিয়ে নানা চর্চা চলছে।" আবুল মনসুর আহমদের জীবনের নানা দিক উঠে আসে আলোচনায়। অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যলাভ, কলকাতায় সাংবাদিকতার পরে ঢাকায় আওয়ামি লিগের অন্যতম নেতা আবুল মনসুর সাহেব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদকও পরে পেয়েছিলেন তিনি। আবুল মনসুর সাহেবের লেখালেখি, বিভিন্ন বই নিয়েও এ দিন আলোচনা হয়। স্মৃতি সংসদের তরফে আবুল মনসুর সাহেবের পুত্র তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক-সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলছিলেন, তাঁর বাবার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের কথা। দেশ ভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকল্পটিতে এ দিনের আলোচনার বিভিন্ন দিকও কাজে লাগানো হবে।

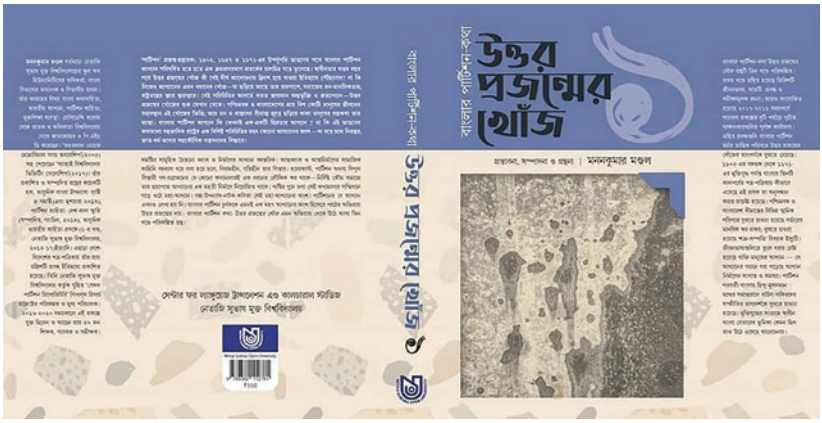

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শুভশঙ্কর সরকার মহাশয়। প্রথম খণ্ডের বইটি ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। ভারতে 'আনন্দবাজার', 'এইসময়' 'অনলাইন রবিবার আজকাল', 'অনলাইন ডি.ডব্লু-বাংলা' থেকে শুরু করে বাংলাদেশের 'দ্য ডেইলি স্টার' দৈনিকে বইটি নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও ইতিমধ্যেই দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম বইটির শিরোনাম হল "Partition literature: An open Praxis". বইটির সম্পাদনা করেছেন মানববিদ্যা অনুষদের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শ্রীদীপ মুখার্জি ও অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। এছাড়াও দেশভাগ ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আরও একটি ইংরেজি বই প্রকল্পের সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছে "Revisiting Partition and Bangladesh Liberation War: Contemporary Perspectives" শীর্ষক বইটির সম্পাদনা করেছেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি শ্রীবাস্তব এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হিমাদ্রি লাহিড়ী।

এছাড়াও, প্রকল্পের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত সেমিনার অথবা কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে, সেগুলিকেও গ্রন্থাকারে সংকলনের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষত সেমিনার এবং কর্মশালাতে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রগুলিকে নিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে আলাদা সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইংরেজি গ্রন্থটি সম্পাদনা করছেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড: ইন্তাজ আলি।

ওয়েবসাইট ও ডিজিট্যাল সংগ্রহশালা

‘বেঙ্গল পার্টিশন রিপোসিটরি’ বাংলার পার্টিশন বিষয়ক একটি ডিজিট্যাল সংগ্রহশালা বিষয়ক প্রকল্প। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব হিউম্যানিটিসের অন্তর্গত ‘সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ’-এর উদ্যোগে এই সংগ্রহশালাটি গড়ে উঠেছে। সবগুলি জন-গবেষণা প্রকল্প থেকে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে এই সংগ্রহশালা।

এখানে ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলার পার্টিশন বিষয়ক ব্যক্তিক স্মৃতি, চিঠিপত্র, স্মৃতিচারণ সমৃদ্ধ লেখা, গ্রন্থ, ডায়েরি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদির ডিজিট্যাল্ কপি সংরক্ষিত হচ্ছে। মহাফেজখানার দলিল ও পুলিশ আর্কাইভের বাইরে 'মৌখিক ইতিহাস', 'জনশ্রুতি', ব্যক্তিগত গল্প ও তার চূর্ণক সংগ্রহ করার কাজে প্রকল্পটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানবিকীবিদ্যা চর্চার পরিসরে পার্টিশন সাহিত্যের সংগ্রহ এবং ব্যক্তিগত লেখালিখির মাধ্যমে বাংলার পার্টিশনের বহুমাত্রিক বয়ান অনুসন্ধানকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত উপাদানগুলি একদিকে যেমন 'ট্রমা-চর্চা'র পরিসরে জায়গা করে নেবে, তেমনই স্মৃতি-চর্চার বৃহত্তর পরিসরে ভেসে থাকবে। আখ্যানের বৈচিত্রময় বিন্যাস তুলে ধরতে চায় এই প্রকল্প।

এই সংগ্রহশালায় পাওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের প্রান্তিক ও অপরিচিত মানুষের হারানো কণ্ঠস্বর, তাঁদের ব্যক্তিক জীবনের অভিজ্ঞতা— সে গল্প সাতচল্লিশ ও একাত্তরের সময়পর্বের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের নতুন আত্ম-পরিচয় নির্মাণের আখ্যান। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি থেকে সংগৃহীত বয়োঃজ্যেষ্ঠ মানুষদের মানবিক বয়ানে সাজানো এই সংগ্রহ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দু'পাশের মানুষজনকে স্পর্শ করে আছে এই প্রকল্প; ছবিতে, মুহূর্তে, কথামালায় সংগৃহীত প্রতিটি ব্যক্তিগত স্মৃতি, লেখা, চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, স্মারক ও নথির ডিজিট্যাল্ কপি যথাযথ অনুমতি সাপেক্ষে এই সংগ্রশালায় জায়গা পেয়েছে। এখানে থাকছে অধুনা দুর্লভ কিছু গ্রন্থের সংগ্রহ, মানচিত্র, পুস্তিকা, লিফলেট ইত্যাদি; সংকলিত থাকছে বাংলা-পার্টিশন বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের রিভিউ। এক্ষেত্রে প্রতিটি রিভিউ অপ্রকাশিত এবং সেগুলির সত্ত্ব সেন্টার কর্তৃক সংরক্ষিত। এটির আরেকটি বিশিষ্ট চারিত্র্য হ'ল এর দ্বিভাষিকতা। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। দেশভাগ-জনিত ব্যক্তিক যন্ত্রণা সম্বলিত অসংখ্য একক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লেখাগুলি অনুবাদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবেও সংগ্রহশালাটি একটি আধার। সংগ্রহশালাটি গবেষকদের জন্য ও সর্বসাধারণের

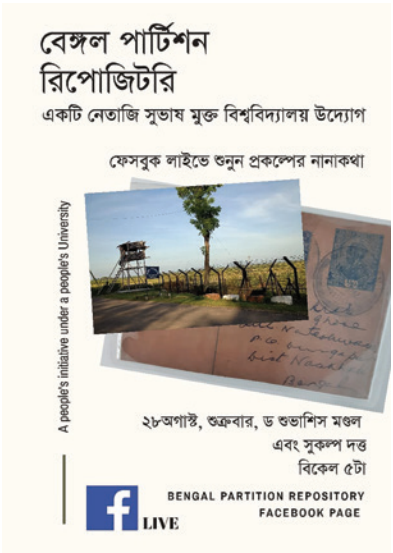

উদ্দেশ্যে নিবেদিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উদ্যোগ। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক জড়তাকে সর্বার্থে কাটিয়ে উঠতে চায় এই প্রকল্প। অগণিত মানুষের বিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের যথার্থ পরিসর হিসেবে 'বেঙ্গল পার্টিশন রিপোসিটরি' নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও বিস্তারের পথেই এই প্রকল্পের সার্থকতা।

এই পর্যায়ে সংগৃহীত উপাদানের সংরক্ষণ ও বিন্যাসে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ডিজিট্যাল রিপোসিটরির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলির সংক্ষিপ্ত অনুলিখন সেখানে পাওয়া যাবে, এরই সঙ্গে সংরক্ষণ করা রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি

ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সম্ভার। সাক্ষাৎকারগুলির প্রথম পর্বের ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। দ্বিতীয় ক্যাটালগ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সাক্ষাৎকারগুলি কেবলমাত্র গবেষকদের জন্য এবং গবেষণার কাজের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে। আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নটি এধরনের ডিজিট্যাল সংগ্রহশালাকে সাধারণ গবেষকের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। কারণ যথাযথ অনুমতি নিয়ে এগুলি সংরক্ষিত হয়েছে— সুতরাং এগুলির নিরাপত্তা ও যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রকল্পের দায়। ওয়েবসাইটটির (http://cltcsnsou.in/bpr.html) আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে ২৯-মার্চ, ২০২০। অতিমারি-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এই প্রকল্পের কাজ থমকে গেছে। ক্রমশ অতিমারি-অবস্থান্তরে পূর্বের মতই কাজ শুরু করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। সকল শুভানুধ্যায়ী ও আগ্রহী গবেষকদের সদিচ্ছার প্রত্যাশা করে এই প্রকল্প। এই জন-গবেষণা প্রকল্পটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন www.cltcsnsou@gmail.com এই ই-মেইল-এ।

অধ্যাপক ড মননকুমার মণ্ডল
প্রকল্প পরিচালক
ডিরেক্টর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস
কোওর্ডিনেটর, সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড কালাচারাল স্টাডিজ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
mkmnsou@gmail.com
cltcs.nsou@gmail.com